সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক-১, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

০৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অফলাইনে প্রকাশিত সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং অন্যান্য সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত সংবাদ:

ক্র.নং	সংবাদ শিরোনাম	পত্রিকার নাম	মন্তব্য
১.	সংবিধানে পরিবর্তনে গণভোট চায় কমিশন	বাংলাদেশ প্রতিদিন	প্রথম পৃষ্ঠা
২.	কয়েকজন বিচারপতির বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ	দৈনিক কালের কণ্ঠ	পৃষ্ঠা নং-১২
৩.	কয়েকজন বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্তের অনুমতি রাষ্ট্রপতির	দৈনিক মানব জমিন	পৃষ্ঠা নং-৪
৪.	ভারতে গিয়ে শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: কমিশন	দৈনিক ইত্তেফাক	প্রথম পৃষ্ঠা

বাংলাদেশ প্রতিদিন ০৭-০১-২০২৫

সংবিধানে পরিবর্তনে গণভোট চায় কমিশন

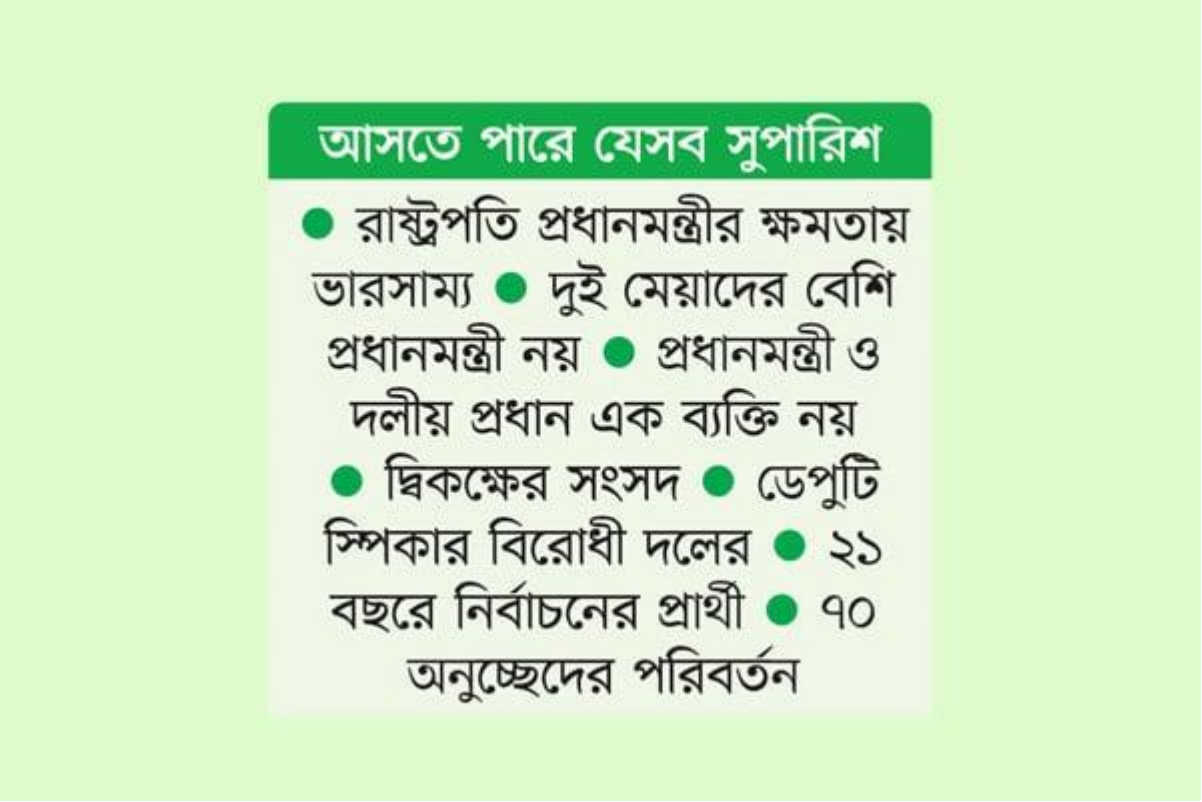

সংবিধান সংস্কারে গণভোট হওয়া উচিত বলে মনে করছে এ নিয়ে গঠিত সংস্কার কমিশন। তাদের যুক্তি, সংবিধান সংস্কারের জন্য জনগণের ম্যান্ডেট দরকার। একটি জাতি এই পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখছে, সুতরাং তাদের কাছ থেকে অবশ্যই অনুমোদন নিতে হবে।

তবে গণভোট নিয়ে আইনজ্ঞ ও বিশ্লেষকরা কিছুটা দ্বিমত পোষন করে বিষয়টিকে মন্দের ভালো বলে মন্তব্য করেছেন। তারা বলেন, স্বাভাবিকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইনগত কোন অধিকার নেই গণভোট আয়োজন করার। যেহেতু দেশে একটি বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ও সরকার বিভিন্ন সেক্টরে সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে গণভোট করে সংবিধানের বিধানগুলোর ম্যান্ডেট নিলে মন্দ হয় না।

সংবিধান বিষয়ে ৫৪ হাজার মতামত ও ১২০টি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে সংস্কার কমিশন যেসব সুপারিশ করবে সেগুলো হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনা, টানা দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না, প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান এক ব্যক্তি হবেন না, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনা, ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে নেওয়ার বিধান, স্পিকারের একক ক্ষমতা নয় ও ২১ বছরেই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া উল্লেখযোগ্য।

১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ১৭ বার পরিবর্তন করে একদলীয় ব্যবস্থা কিংবা সমরিক শাসনকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এসব ঠেকাতে নানা প্রস্তাবনা দিতে যাচ্ছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। জানুয়ারির মাঝামাঝিতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে এসব প্রস্তাবনা জমা দেবে ড. আলী রীয়াজের নেতৃত্বাধীন কমিশন। সংবিধান সংস্কারে গণভোট প্রসঙ্গে কমিশন প্রধান আলী রিয়াজ বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়টিকে এভাবে দেখি, রাজনৈতিক ঐকমত্য যখন তৈরি হবে, তখন একটা পথও বেরিয়ে আসবে। যেমন- একটি পথ হতে পারে সংবিধান সভা। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো যদি ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারে, তাহলে সংবিধান সভা হতে পারে। আবার রাজনৈতিক দলগুলো যদি মনে করে, তারা এ ব্যাপারে একটি সনদ তৈরি করে নির্বাচন করবে এবং পরবর্তী সংসদে সুপারিশের ভিত্তিতে সংবিধান পুনর্লিখন কিংবা পরিবর্তন করবে, সেটিও হতে পারে। নির্বাচনের আগে এটি করা হোক, আর পরে করা হোক না কেন, একটি গণভোট করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে গণভোটের পক্ষে। কারণ, এর জন্য জনগণের ম্যান্ডেট দরকার। বিশেষ পরিস্থিতির দোহাই দেয়া ছাড়া গণভোট আয়োজনের কোন এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের নেই বলে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে জানান সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। তিনি বলেন, সংবিধান সংস্কার কমিশন কেবল সুপারিশ করতে পারবে। তাহলে প্রশ্ন উঠছে-এটা কার্যকর করবে কে? অন্তর্বর্তী সরকার কি এটা পারবে? তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ ধরনের কাজ করার প্রসঙ্গ আসতো না। যেহেতু আমরা একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আছি সেজন্য এই প্রসঙ্গ উঠছে। বিশেষ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে হয়তো এই সরকার কিছু সংস্কার বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, অতীতে হ্যাঁ, না ভোট থেকে শুরু করে নানা কারনে দেশে গণভোট হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার যদি গণভোট করে সংবিধান সংস্কার করে তাহলে এখানে আইনগত কোন প্রশ্ন হয়তো উঠবে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে গণভোট করলে একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো বিষয় হবে না। তিনি বলেন, এই সরকারের কাজ হলো নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য যেসব প্রস্তুতি নেয়ার দরকার সেগুলো করে রাজনীতিবিদদের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু বর্তমান সরকারের কাছে সংস্কারই এখন মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এটা করবে কেন? নিজেদের সুপারিশ প্রসঙ্গে নানা যুক্তি তুলে ধরেছেন সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ। গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে অংশীজনদের একটা বড় অংশ কথা বলেছেন। তাদের আকাংখা ও চিন্তাগুলোকে সমন্বয় করার চেষ্টা করছি। সেই আলোকেই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ ব্যবস্থার প্রবর্তন, দুবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না হওয়াসহ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনার প্রস্তাবনা আনা হচ্ছে।

অনেক ধরনের মতের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের একটা ভূমিকা থাকে। তাই এটাকে একটা ইতিবাচক হিসেবে আমরা বিবেচনা করেছি। প্রধানমন্ত্রীর জায়গায় একটা জবাবদিহি তৈরি করতে হবে। জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিতে প্রথম ধাপে গঠিত ছয় সংস্কার কমিশনের সবগুলোরই মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও সংবিধান সংস্কার কমিশন তাদের প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় পেয়েছে।

দৈনিক মানবজমিন ০৭-০১-২০২৫

কয়েকজন বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্তের অনুমতি রাষ্ট্রপতির

স্টাফ রিপোর্টার

৭ জানুয়ারি ২০২৫, মঙ্গলবার

সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্তের অনুমতি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। আগামী সপ্তাহে তাদের বিষয়ে তদন্ত শুরু করবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জানায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬ (৫)(বি) অনুসরণ করে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতির বিষয়ে তদন্তের জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের নিকট নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন। সে অনুযায়ী সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আগামী সপ্তাহে তদন্ত শুরু করবে।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট জানান, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে বর্তমানে বেশ কয়েকজন বিচারপতির আচরণের (কনডাক্ট) বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান চলছে। তার ধারাবাহিকতায় সুপ্রিম কোর্ট জানান, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতির বিষয়ে তথ্যাবলী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছে ইতিমধ্যে পাঠানো হয়। ১৯৭২ সালে প্রণীত মূল সংবিধানে উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের কাছে ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৪শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয়। পরে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা দেয়া হয় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে।

দৈনিক কালের কণ্ঠ ০৭-০১-২০২৫

কয়েকজন বিচারপতির বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
০৭ জানুয়ারি, ২০২৫ ০০: ০০শেয়ার

সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতির বিষয়ে তদন্ত করতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতির নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী সপ্তাহে তাঁদের বিষয়ে তদন্ত শুরু করবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। গতকাল সোমবার সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটের ‘নিউজ আপডেটে’ এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৬(৫)(খ) অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতির বিষয়ে তদন্তের জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে নির্দেশনা পাঠিয়েছেন।

এর আগে গত ৫ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট জানান, বর্তমানে বেশ কয়েকজন বিচারকের আচরণসংক্রান্ত প্রাথমিক তদন্ত চলছে এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। পরে ১৫ ডিসেম্বর জানান, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে কয়েকজন বিচারপতির তথ্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছে। গত ১৬ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অবস্থান ও বিক্ষোভের মুখে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ হাইকোর্টের ১২ জন বিচারপতিকে বেঞ্চ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানান। এর পর থেকে তাঁরা বিচারকাজের বাইরে আছেন।

সুপ্রিম কোর্টের একটি সূত্র জানিয়েছে, বিচারকাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর ১২ জন বিচারপতি ছুটির আবেদন করলে তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। এর পর থেকে তাঁরা ছুটিতে আছেন। তাঁরা হলেন বিচারপতি আতাউর রহমান খান, বিচারপতি নাইমা হায়দার, বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ, বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার, বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস, বিচারপতি খিজির হায়াত, বিচারপতি এস এম মনিরুজ্জামান, বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান, বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিন, বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামান, বিচারপতি মো. আমিনুল ইসলাম ও বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসাইন দোলন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অভিযোগ, এই বিচারকরা ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের দোসর।

আদালতকে ব্যবহার করে তাঁরা আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে কাজ করেছেন বলে অভিযোগ সংগঠনটির। এই ১২ জন বিচারপতি ছুটিতে থাকার মধ্যে গত ১৯ নভেম্বর অসদাচরণের অভিযোগ মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের তিন বিচারপতি।

দৈনিক ইত্তেফাক ০৭-০১-২০২৫

ভারতে গিয়ে শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে : কমিশন

বিডিআর হত্যাযজ্ঞে শহিদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়

ইত্তেফাক রিপোর্ট

অনুমতি পেলে ভারতে গিয়ে শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছে দেশের আলোচিত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গঠিত জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন। কমিশনের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর রহমান বলেন, 'বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আমরা যাদের সন্দেহ করি, বিশেষ করে শেখ হাসিনা, তিনি ভারতে অবস্থান করছেন। আমরা ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে হয় তাকে এক্সট্রাডাইট (প্রত্যর্পণ) করতে বলব কিংবা আমাদের দল সেখানে গিয়ে তার সাক্ষাৎকার নেব। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বা সরাসরি—যেটা আমাদের জন্য আইনসিদ্ধ হয়, সেটা করব।'

গতকাল সোমবার সকালে রাজধানীর রাওয়া ক্লাবে বিডিআর হত্যাযজ্ঞে শহিদ পরিবারের সদস্যগণের সঙ্গে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। ঐ সভায় ভিকটিমের পরিবারের, পিলখানা থেকে বেঁচে ফেরা সদস্যরা ও সাবেক সেনা কর্মকর্তারা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তারা পৃষ্ঠা১৫ কলাম ৪

ভারতে গিয়ে শেখ হাসিনাকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে খোলাখুলি মতামত দেন। গঠিত কমিশন যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং তাদের কাজের পরিধির কোন জায়গায় অন্তরায় রয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে কমিশনকে পরামর্শ দেন।

মতবিনিময় সভায় কমিশনের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর রহমান বলেন, পিলখানার হত্যাকাণ্ড এটি সাধারণ কোনো ঘটনা ছিল না। নিছক কোনো দাবি ও দাওয়াকে কেন্দ্র করে ঐ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। পিলখানার দরবার হলে সেনাবাহিনীর অফিসার দেখামাত্রই হত্যা করা হয়েছে। যে অফিসার সাত দিন হলো বিডিআরে যোগদান করেছিলেন তাকেও হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল। হত্যাকাণ্ডের সময় পলাশীর মতো সেনাবাহিনী দাঁড়িয়ে ছিল। বিডিআর হত্যার মধ্যে দিয়ে বিডিআর এবং সেনাবাহিনীকে দুর্বল করা হয়েছে। দেশে একটি বিপ্লবী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিডিআর হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার জন্য একটি জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করেছে। তদন্তের প্রয়োজনে কমিশন ভারতে গিয়ে শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যদি সরকার আমাদের অনুমতি দেয়।

তদন্তের প্রয়োজনে কমিশনকে তথ্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে স্বাধীন তদন্ত কমিশনের সভাপতি বলেন, 'অনেকে বলেছে, বিডিআর হত্যাকাণ্ডে ভারত জড়িত, অন্যান্য জেনারেল জড়িত। শুধু বললে হবে না। তার সপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে হবে। আমরা চাইব আপনারা প্রমাণ দিন। ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ বা অগুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ যা আছে, আমাদের দিন। এটি বিশাল তদন্তের বিষয়। এ জন্য যত দূর যাওয়া প্রয়োজন আমরা যাব।'

কমিশনের সভাপতি আরো বলেন, পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিগত ১৬ বছর আগের ঘটনার অনেক তথ্যপ্রমাণ নষ্ট কেরে ফেলা হয়েছে। প্রতিটি শহিদ পরিবারের কাছে আমাদের সহযোগিতার আবেদন থাকবে। এ ঘটনায় যেসব কর্মকর্তা বেঁচে ফিরেছেন, নিগৃহীত হয়েছেন, চাকরিচ্যুত হয়েছেন, তাদের সঙ্গেও আমরা বসব, কথা বলব। এই কমিশন নিরপেক্ষ থেকেই সবার সহযোগিতা নিয়ে তদন্ত কাজ চালাবে। জড়িত কেউ-ই ছাড় পাবে না। তিন মাসের মধ্যে পিলখানা হত্যাযজ্ঞের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়টাকে দুই মাসের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে চাই। একটা মাস রাখব, আমরা যাদের সন্দেহ করি, বিশেষ করে ভারতে অবস্থান করা শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তিনি বলেন, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের দিনটিকে যেন সেনা হত্যা দিবস উপলক্ষ্যে পালন করা হয়, সেই সুপারিশ করা হবে। রাওয়া ক্লাবের চেয়ারম্যান কর্নেল (অব) মোহাম্মদ আব্দুল হক বলেন, বিডিআর হত্যাকাণ্ড ছিল একটি পরিকল্পিত ঘটনা। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল করা হয়েছে।

রাওয়া ক্লাবের সেক্রেটারি লে. কর্নেল (অব.) ইরশাদ সাঈদের সঞ্চালনায় এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গির কবীর তালুকদার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাইদুর রহমান, সাবেক যুগ্ম-সচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন। এ ঘটনা তদন্তে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে গঠন করা হয়েছে সাত সদস্যের স্বাধীন তদন্ত কমিশন।